২৩/৭/২০০৩

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১ ......

সরকারি কলেজগুলোতে তীব্র শিক্ষক সংকট

ব্যাপক অবসর গ্রহণ ও সাম্প্রতিক পদোন্নতির কারণে সরকারি কলেজগুলোর শিক্ষক সংকট বর্তমানে তীব্র আকার ধারণ করেছে। উল্লিখিত দুটো কারণে যে শূন্য পদের সৃষ্টি হয়েছে, বিশেষ করে নিচের দিকে প্রভাষক শিক্ষকদের দ্বারা তা পূরণ করা হচ্ছে না। এ মুহূর্তে প্রভাষকদের দ্বারা শূন্য পদ পূরণ করা জরুরি হয়ে পড়েছে। কারণ শিক্ষক সংকটের কারণে ভীষণভাবে সমস্যায় পড়েছে সে সমস্ত কলেজ যেখানে একাদশ শ্রেণী থেকে শুরু করে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স পর্যন্ত পড়ানো হচ্ছে। এমনিতেই ঢাকার বাইরে হাতেগোনা দুই একটি কলেজ বাদ দিয়ে এ জাতীয় কলেজে দীর্ঘদিন থেকে বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষকস্বল্পতা ছিল। অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স নির্বিশেষে যেখানে বিভাগ প্রতি সাত অথবা এগারোটি শিক্ষক পদ থাকার কথা, সেখানে ব্যতিক্রমী দুই চারটি বাদে প্রায় সব কলেজে বিভাগগুলো চলছে এর অর্ধেক বা তার চেয়েও কম সংখ্যক শিক্ষক দিয়ে।

পুরনো বৃহৎ জেলাগুলোতে এখন এক বা একাধিক কলেজে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালু রয়েছে এবং দিনকে দিন বিষয়ভিত্তিক তা সম্প্রসারিতও হচ্ছে। দীর্ঘ ৫ বছর শিক্ষকদের নিজেদের মধ্যে মামলা-মোকদ্দমার কারণে পদোন্নতি বন্ধ ছিল। জট খুলে যাওয়ার ফলে সাম্প্রতিক সময়ে সরকারি কলেজ শিক্ষকদের ব্যাপক পদোন্নতি হয়। স্মরণকালের মধ্যে এক সাথে কলেজ শিক্ষকদের এতগুলো পদোন্নতি আর কখনই হয়নি। ৩শ ৮৬ জন অধ্যাপক হয়েছেন। সহযোগী ও সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পেয়েছেন যথাক্রমে ১১শ ২০ ও ১৫শ ৩ জন। ফলে কলেজগুলোতে বিভিন্ন বিভাগে এখন প্রভাষক পর্যায়ের শিক্ষক শূন্যতা দেখা দিয়েছে।

দীর্ঘদিন পদোন্নতি না হওয়ার কারণে শিক্ষকদের মাঝে যে হতাশা বিরাজ করছিল, এবারের এই ব্যাপক পদোন্নতি তার অনেকটাই নিরসন করেছে। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় নতুন প্রণীত বিধি অনুযায়ী শিক্ষকদের পদোন্নতি প্রক্রিয়া রুটিনওয়ার্ক হিসেবেই চালু রাখতে চাচ্ছে। আমরা মনে করি, শিক্ষকদের পদোন্নতির সাথে সাথে শূন্য পদ পূরণের প্রক্রিয়াও সমান গুরুত্ব পাওয়া দরকার। কারণ শূন্য পদ পূরণ না হলে, বিশেষ করে অনার্স ও মাস্টার্স পর্যায়ের কলেজগুলো দারুণ সংকটের সম্মুখীন হবে।

ইতোমধ্যে নিয়মিত ক্লাস নেয়া, অনার্স ও মাস্টার্স পর্যায়ের বিভিন্ন পরীক্ষা গ্রহণ করতে অধিকাংশ কলেজই হিমশিম খাচ্ছে। শিক্ষকদের নিয়মিত পদোন্নতি ও শিক্ষাদান প্রক্রিয়া নিরবচ্ছিন্ন রাখা— দুটোই শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার পূর্বশর্ত বলে আমরা মনে করি। সে লক্ষ্যে সরকারি কলেজে বর্তমান শিক্ষক সংকটের দ্রুত সমাধান হওয়া দরকার।